

# মহাপণ্ডিত বিপ্লব বাবুকে

## শাহাদাত হোসেন

আমার " একজন অবিশ্বাসীর সাথে বহুমাত্রিক ধার্মিকদের বচসা" লেখাটির যে-ব্যাখ্যা আপনি দিলেন, তাতে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আপনি চোখের মাথা খেয়েছেন না মাথার চোখ খেয়েছেন। আপনার অহংকারগর্ভজাত কতিপয় মন্তব্যের জবাব এ-রকমঃ

**আপনি বলেছেন :** এ-প্রবন্ধ পড়লে ধারণা জন্মাবে আধ্যাত্মিকতা মানে কতোগুলো কুসংস্কার, আত্মা টাত্মাই বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

**আমার জবাব :** এটা প্রবন্ধ নয়; এক ধরনের **ব্যঙ্গনাট্যধর্মী রচনা**। আধ্যাত্মিকতা মানে আসলেই কুসংস্কার। আসুন বাংলা নয়, অক্সফোর্ড ইংরেজী অভিধান থেকেই দেখে নেই এর সঠিক অর্থটা কি। আধ্যাত্মিকতা শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ Spirituality -র সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে- **The quality of being concerned with religion or the human spirit.** এবার বুঝতে পারছেন তো? Religion বা Human spirit এর সম্পর্ক কি বিজ্ঞানের সাথে বেশী না কুসংস্কারের সাথে?

**আপনি বলেছেন :** এখানে বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিকতা নামে একটি শব্দ নিয়ে এলো না বুঝে। যার মানে হলো নিজেকে বুঝার বিজ্ঞান।

**আমার জবাব :** বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিকতা শব্দটি না বুঝে নয়, খুব সচেতনভাবেই নিয়ে এসেছি। আধ্যাত্মিকতা ব্যাপারটিই বাজে ধারণা; সেখানে বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিকতা আবার আসে কি করে। কিন্তু আমি এ-কথাটি বলিয়েছি 'আধুনিক ধার্মিকের' মুখ দিয়ে; অবিশ্বাসীর জবানীতে নয়। শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ব্যঙ্গার্থে- এটা বুঝতে যে আধ্যাত্মিকতার মতো বিভ্রান্তিকর ব্যাপারটিকে একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোক কেবল বিশ্বাসই করছেন না, একে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে এর গায়ে পরিয়ে দিচ্ছেন বিজ্ঞানের লেবাস।

আর এ-পদটি 'নিজেকে বুঝার বিজ্ঞান নয়'; বরং 'আকর্ষণীয় মিথ্যে বা ভেজাল' বুঝতে আমি ব্যবহার করেছি। সবটা রচনা ভালোমতো পড়লেই তা বুঝতে পারতেন।

**আপনি বলেছেন :** আরো হাস্যকর হচ্ছে এ-প্রবন্ধে সততা ও নৈতিকতার বিশ্লেষণ। সৎ না থাকলেতো সমাজ, বিজ্ঞান ব্যবসা কিছুই টিকে না বাবা!

**আমার জবাব :** আরে বাবু, এটা প্রবন্ধ নয় তো! কি বামেলায় পড়লাম! প্রবন্ধ হলে চার জন কল্পিত কথকের উপস্থিতি থাকে কিভাবে? সততা আর নৈতিকতার বিশ্লেষণ আমি করিনি। আমি এখানে নৈতিকতা সম্পর্কে তিনটি ধার্মিক চরিত্রের তিনরকম নিজস্ব ব্যাখ্যা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

"সৎ না থাকলে সমাজ, বিজ্ঞান ব্যবসা টিকে থাকে কিনা"- এটা আমার রচনার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো না। এগুলো আগডুম বাগডুম নিয়ে আসছেন কেন বুঝতে পারছি না। আমার রচনার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো যদি বিধাতা থেকেই থাকেন এবং ধার্মিকদের দাবী অনুযায়ী ন্যায়পরই হয়ে থাকেন, তবে বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বিচার করে দেখা যে স্বাভাবিক প্রত্যাশা অনুযায়ী সৎলোক স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিধাতার কাছ থেকে পুরস্কৃত আর অসৎ লোক দণ্ডিত হচ্ছে কিনা।

**আপনি বলেছেন :** আরো হাস্যকর বিজ্ঞান আর অবিশ্বাসীকে আলাদা করা।

**আমার জবাব :** আরে দাদা, এমন উদ্ভট কথা কিভাবে বলেন। আমি বিজ্ঞান আর অবিশ্বাসীকে আলাদা করলাম কোথায়, কিভাবে? আমি আধুনিক ধার্মিক চরিত্রটির মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছি কেউ কেউ যুগপৎভাবে হতে পারে বিজ্ঞানমনস্ক (কোন কোন বিষয়ে) এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন (কতিপয় বিষয়ে)। তাই এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে অনেক বিজ্ঞানীর মনেও বাস করে আদিম ধর্মীয় ও নানাবিধ অপবিশ্বাস। কোন কোনো বিজ্ঞানী আরো একটু অগ্রসর হয়ে এসকল অপবিশ্বাসকে বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন। প্রকৃষ্ট উদাহরণ ডঃ শমশের আলী।

আপনার উত্তর পড়ে আমি এটুকু নিশ্চিত হয়েছি যে আপনি সাহিত্য তেমন ভালো বুঝেন না। অধিকাংশ সময়ই কেবল তর্কের খ্যাতিরে তর্ক করেন, আর বক্তব্য না বুঝেই হাউ মাউ করে অন্যের উপর ঝাপিয়ে পড়েন (এক সদস্য এটা বলেছেনও)। আরও একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়েছে যে আপনি নিজেকে সবজান্তা ভাবেন। বিজ্ঞানবাদের তত্ত্ব নিয়ে মাতামাতি করেন; অথচ কথা বলেন অবৈজ্ঞানিক স্টাইলে, আধ্যাত্মিকতার মধ্যে বিজ্ঞান খুঁজে পান, আবার কখনও কখনও সুবিধামত নিজেকে নাস্তিক বলেও দাবী করেন। আপনার কথায় বক্তব্য কম, ধাঁধা আর প্যাঁচ অনেক বেশী। আর স্ববিরোধীতাও লক্ষ্য করার মতো। আপনার আর কোনো "প্রলাপের" উত্তর আমি দেবো না। বাজে কথার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মতো অতো বাজে সময় আমার হাতে নেই।